Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO. J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

বৃহস্পতিবার the ৩১ day of **আগষ্ট, ২০২৩**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৩৬৩৭/২০১২

প্রদ্যুৎ সেনগুপ্ত Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming onfor final hearing on ২১/০৬/২১ খ্রিঃ, ০৮/০২/২২ খ্রিঃ, ০৮/০৩/২২ খ্রিঃ, ১৬/০৮/২৩ খ্রিঃ ও ২৩/০৮/২৩ খ্রিঃ।

In presence of

আশীষ কুমার চৌধুরী ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব শওকত আলী চৌধুরী, বিজ্ঞ ভি.পি কৌঁসুলি (জি.পি)
---------Advocate for Defendant/ Opposite party

andhaving stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

ক ও খ তপশীলোক্ত সম্পত্তি সাবেক পটিয়া হাল চন্দনাইশ থানাধীন গাছবাড়িয়া ও উত্তর জোয়ারা মৌজায় অবস্থিত হয়। তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন গুরদাস সেনের পুত্র প্রসন্ন কুমার, দেবেন্দ্র নাথ সেন, রমনী মোহন, সুধাংশু বিমল, সুখেন্দু, যোগেন্দ্র সেন। তাহাদের নামে আর. এস. ৩৯৮/ ৩৯৪/

৫২০/ ১১৬৫/ ২৪০৩/ ২৮২২ খতিয়ানাদি প্রচার আছে। আর. এস. রেকর্ডীয় রমনী মোহন সেনের মৃত্যুতে পুত্র নিখিন্দ্র প্রকাশ নিখেল সেন এবং যোগেন্দ্র নাথ সেনের মৃত্যুতে ৩ পুত্র নির্মল চন্দ্র সেন, দেব প্রসাদ সেন এবং বিশ্বরূপ সেন ওয়ারীশ থাকে যারা পরবর্তীতে ভারতবাসী হন এবং তাদের নাম বি. এস. খতিয়ানে ভারতবাসী হিসাবে উল্লেখ হয়। অপর আর. এস. রেকর্ডি দেবেন্দ্র মরণে দুই পুত্র অরুন ও শশাংক এবং সুরেন্দ্র মরনে এক পুত্র স্বপন, শুধাংশু মরণে এক পুত্র নিহার ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। আর. এস. রেকর্ডি প্রসন্ন মরণে ভুপতি রঞ্জন ওয়ারিশ থাকে। সরকার তফসিলোক্ত সম্পত্তি অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করিলে আবেদনকারীর পিতা ভূপতি রঞ্জন সেনগুপ্ত ভি. পি. মামলা নং- ৫৩/৭৮-৭৯ মূলে উক্ত সম্পত্তি লীজ গ্রহণ করেন। আবেদনকারীর পিতা মৃত্যুবরণ করিলে আবেদনকারী উক্ত লীজকৃত সম্পত্তি ভোগ দখলে নিয়ত থাকেন।

উত্তর জোয়ারা মৌজার আর. এস. ৫২০ নং খতিয়ানের আর. এস. ৬৬১৮ দাগের ভূমি মোতাবেক বি. এস. ১৯৩৬/ ২২২৫ নং খতিয়ানের বি. এস. ৯৭৯৩/ ৯৭৯৪ দাগাদির ভূমি আর. এস. ২৪০৩ নং খতিয়ানের আর. এস. ৬০১১ দাগের ভূমি মোতাবেক বি. এস. ১৯৩৫ নং খতিয়ানের বি. এস. ৯৪৪৮ দাগের ভূমি এবং আর. এস. ২৮২২ নং খতিয়ানের আর. এস. ৪৪৩৪/ ৪৫৩৫ দাগাদির ভূমি মোতাবেক বি. এস. ২২৫৩/ ৭০৬ নং খতিয়ানাদির বি. এস. ৭৭৩১/ ৭৭৩২/ ৭৭৩৩ দাগাদির ভূমি এক ও অভিন্ন বটে। আবার গাবাড়ীয়া মৌজার আর. এস. ১১৬৫ নং খতিয়ানের আর. এস. ৬১১ দাগ মোতাবেক বি. এস. ২০০১ নং খতিয়ানের ৬৩৭ দাগের ভূমি, আর. এস. ৩৯৮ নং খতিয়ানের আর. এস. ৭৬০ দাগ মোতাবেক বি. এস. ২০৩৫ নং খতিয়ানের বি. এস. ৭২২ দাগের ভূমি এবং আর. এস. ৩৯৪ নং খতিয়ানের আর. এস. ৬১০ দাগের ভূমি মোতাবেক বি. এস. ২০০১ নং খতিয়ানের ৬৩৬ দাগের ভূমি এক ও অভিন্ন বটে। উল্লেখ্য যে, প্রকাশিত গেজেটে বি. এস. দাগ খতিয়ান ভুল লিপির বিষয় পরিলক্ষিত হয় এবং কোন্ দাগের কি পরিমাণ ভূমি ভিপি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তাহার বিবরণ নাই। তাই প্রার্থীক উপরিউক্ত আর. এস./ বি. এস. দাগের যে পরিমাণ সম্পত্তি ভিপি তালিকাভুক্ত হইয়াছে তাহাই শুধু প্রত্যপর্নের জন্য আবেদন করিলেন। নালিশী ভূমি প্রার্থীর বরাবরে প্রত্যর্পন করিতে প্রসন্ন সেন এর অপরাপর ওয়ারিশগণের কোন আপত্তি নাই। আবেদনকারী মৌরশী , লীজ সূত্রে ও খতিয়ানের সহ অংশীদার হিসেবে তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববান, স্বার্থবান ও দখলকার বিধায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০১১ ইং ও ২০১২ ইংরেজী) এর নীতিমালা অনুসারে তফসিলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

অত্র মামলার ১-৫নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তাহাদের ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত শুরু হলে ভারতে চলে যায়। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হইলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সমগ্র পাকিস্তানে

জরুরী অবস্থা জারী করে। উক্ত যুদ্ধকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৫-১৯৬৯ ইং তারিখের মধ্যে যারা এই দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া যায় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ৫৩/৭৮-৭৯ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষয় বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

প্রার্থীক তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **প্রদ্যুৎ সেনগুপ্ত (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী- ১- ৪ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০২(দুই) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **রঞ্জন কুমার দে (Op.W.1) ও মোঃ নাছির (Op.W.2)** কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ও খ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

প্রদ্যুৎ সেনগুপ্ত (Pt.W.1) এবং **রঞ্জন কুমার দে** (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন। Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। উত্তর জোয়ারা মৌজার আর. এস. ৫২০/ ২৪০৩/ ২৮২২/ ১১৬৫/ ৩৯৮/ ৩৯৪ নং খং এর সি. সি. বি. এস. ১৯৩৬/ ২২২৫/ ১৯৩৫/ ২২৫৩/ ৭০৬/ ২০০১/ ২০৩৫ নং খং এর সি. সি. খাজনার দাখিলা মূলকপি ১ ফর্দ্দ	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। ওয়ারিশ সনদের মূলকপি ২ ফর্দ্দ	প্রদর্শনী -২ সিরিজ
৩। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি	প্রদর্শনী ৩
৪। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৪

প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ক্ষমতা অর্পন পত্র	প্রদর্শনী ক
২। ক্ষমতা অর্পন পত্র	প্রদর্শনী -খ

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম।

প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত উত্তর জোয়ারা মৌজার আর এস ৫২০ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী-১], আর এস ২৪০৩ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী-১(ক)] ও আর এস ২৮২২ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী-১(খ)] পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন গুরুদাস সেনের ০৬ পুত্র প্রসন্ন কুমার, রমনী মোহান, যোগেন্দ্র চন্দ্র, দেবেন্দ্র নাথ সুখেন্দু বিকাশ ও সুধাংশু বিমল। আবার প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত গাছবাড়িয়া মৌজার আর এস ১১৬৫ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী-১(গ)], আর এস ৩৯৪ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী-১(ঙ)]হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত খতিয়ানের মালিক ছিলেন উক্ত প্রসন্ন কুমার গং এবং আর এস ৩৯৮ নং খতিয়ানভুক্ত [প্রদর্শনী-১(ঘ)] সম্পত্তির মালিক ছিলেন গুরুদাস সেনের পুত্র দেবেন্দ্র নাথ।

দাখিলী গেজেট [প্রদর্শনী-৫] পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রার্থীকপক্ষ যেসকল আর এস খতিয়ান দাখিল করেছেন তার মধ্যে উত্তর জোয়ারা মৌজার ৫২০ নং খতিয়ানের ৬৬১৮ নং দাগ, আর এস ২৪০৩ নং খতিয়ানের ৬০১১ নং দাগ, ২৮২২ নং খতিয়ানের ৪৫৩৪, ৪৫৩৫ নং দাগের সম্পত্তি অর্পিত হয়। একইভাবে গাছবারিয়া মৌজার ১১৬৫ নং খতিয়ানে ৬১১ দাগ, ৩৯৮ নং খতিয়ানের ৭৬০ দাগ এবং ৩৯৪ খতিয়ানের ৬১০ দাগের সম্পত্তি অর্পিত হয়। গেজেটে শুধুমাত্র গাছবাড়িয়া মৌজার সম্পত্তি উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে উত্তর জোয়ারা মৌজার সম্পত্তিও অর্পিত হয়েছে যা গেজেটে উল্লেখ করা হয়নি। দরখাস্ত বর্নিত ক ও খ তফসিল পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রার্থীকপক্ষ গেজেট উল্লেখিত আর এস ২৪০, ২৪০১, ৩০৮, ২৪২৫, ২১৭৯, ৩৯৬, ৬২৮ নং খতিয়ানভুক্ত কোন সম্পত্তি দাবি করেননি। দাখিলী আর এস বি এস খতিয়ান ও গেজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, গেজেটে আর এস খতিয়ান ও বি এস দাগ খতিয়ান ভুলভাবে লিপি হয়েছে। এছাড়া কোন খতিয়ানের কোন দাগের কি পরিমাণ ভূমি অর্পিত হয়েছে তাহার সুনির্দিষ্ট বিবরণ নেই।

[প্রদর্শনী-৫] পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী রমনী মোহন এর পুত্র নিখিলেশ সেন এবং যোগেন্দ্র নাথ সেন এর পুত্র নির্মল চন্দ্র সেন, দেব প্রসাদ সেন ও বিশ্বরুপ সেন ভারতবাসী হলে তাদের স্বত্বীয় ১.০৪ একর ভুমি অর্পিত হয়।

প্রার্থীক প্রদ্যুৎ সেন গুপ্ত তফসিলোক্ত সম্পত্তি মৌরশী ও লিজসূত্রে ভোগদখলকার মর্মে দাবি করেন। প্রার্থীকপক্ষ হতে দাখিলীয় ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদর্শনী-২ ও ২(ক) হতে পাই যে, প্রার্থীক প্রদ্যুৎ সেন গুপ্ত এর পিতা ছিলেন ভুপতি রঞ্জন সেন। প্রার্থীকপক্ষ দাবি করেন যে আর এস রেকর্ডী প্রসন্ন কুমার সেন এর ০৩ পুত্র ছিল যথা ভুপতি রঞ্জন সেন, নৃপতি রঞ্জন সেন ও বিমল সেন গুপ্ত। কিন্তু বি এস ১৯৩৬ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-১(চ) হতে স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে প্রসন্ন কুমার এর ৫ পুত্র ছিল যথা ভুপতি কুমার, গোপাল

কৃষ্ণ, বিমল চন্দ্র, পরিমল চন্দ্র ও বিভূতি কুমার। প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় ওয়ারীশ সনদপত্রে প্রদর্শনী-২(ক) তে অপর দুই ভ্রাতার নাম উল্লেখ নেই। বি এস ১৯৩৬ নং খতিয়ান প্রদশর্নী -১(চ) হতে দেখা যায়, গুরুদাস সেনের পুত্র সুধাংশু বিমল স্বয়ং এবং রমনী মোহন, দেবেন্দ্র কুমার ও সুখেন্দু বিমল এর ওয়ারীশগণ ভারতবাসী হয়েছেন। এছাড়া যোগেন্দ্র এর ওয়ারীশ গন ও ভারতবাসী হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে প্রসন্ন কুমার এর ওয়ারীশ ভূপতি কুমার গং কেউ ভারতবাসী হয়েছেন মর্মে তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রার্থীক প্রদ্যুৎ সেন ভূপতি রঞ্জন সেন এর পুত্র এবং প্রসন্ন কুমার সেন এর পৌত্র হয়।

যেহেতু গেজেটে উল্লেখিত ভারতবাসী নিখিল চন্দ্রের পিতা রমনী মোহন, নির্মল চন্দ্র সেন গংদের পিতা যোগেন্দ্র চন্দ্র এবং প্রার্থীকের পিতামহ প্রসন্ন কুমার পরস্পর আপন ভ্রাতা হয় সেই সূত্রে প্রার্থীকের পিতা ভূপতি রঞ্জন ও ভারতবাসী গন পরস্পর আপন কাকাতো ভ্রাতা হন। সুতরাং প্রার্থীক ভারতবাসী গনের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে দাবিদার হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু প্রসন্ন কুমার পুত্রগণ বা তৎওয়ারীশ গং কেউ ভারতবাসী হয়েছেন এমন কোন তথ্য বা সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায়নি সেহেতু প্রার্থীকের পিতা ভূপতি রঞ্জন ছাড়াও তাহার অপরাপর ভ্রাতা অর্থাত গোপাল কৃষ্ণ গং বা তৎ ওয়ারীশ গণ ভারতবাসীদের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে দাবিদার হবেন বলে আমি বিবেচনা করি। সে হিসাবে প্রার্থীকের পিতা ভূপতি রঞ্জন ভারতবাসীদের সম্পত্তিতে $\frac{১}{৫}$ অংশ পরিমান সম্পত্তি দাবিদার হবেন।

প্রার্থীকপক্ষের দাবিমতে প্রার্থীপক্ষ সরকার থেকে ভি.পি কেস নং ৫৩/৭৮-৭৯ মুলে নালিশী সম্পত্তির একসনা লিজ প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে আছেন। প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় প্রত্যপর্ণ যোগ্য অর্পিত সম্পত্তির তালিকার ফটোকপি প্রদর্শনী-৪ হতে পরিস্কার ধারনা আসে যে, নালিশী ভূমি প্রার্থীকের পিতা ভূপতি রঞ্জন এর লিজসূত্রে বর্তমানে প্রার্থীপক্ষের দখল বিদ্যমান আছে। সার্বিক বিবেচনায় অত্র আদালতের অভিমত এই যে, প্রার্থীপক্ষ লীজমুলে নালিশী সম্পত্তির দখলে আছে মর্মে প্রমানিত হয় ।

যুক্তিতর্ক শুনানিকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, প্রার্থীপক্ষ ওয়ারীশসূত্রে ও লীজমুলে নালিশী সম্পত্তির দখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী। *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

উপরোক্ত আলোচনা হতে পেয়েছি যে প্রার্থীকের পিতা ভূপতি রঞ্জন ও ভারতবাসী গন পরস্পর আপন কাকাতো ভ্রাতা হন। সুতরাং প্রার্থীক ভারতবাসী গনের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার হন

মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার প্রার্থীকপক্ষ বর্তমানে নালিশী ১.০৪ একর সম্পত্তি লীজমূলে ভোগদখলে আছেন। প্রার্থীক মূল মালিকের ওয়ারিশসূত্রে সহ-শরীক হওয়ায় ও মূল মালিকের ওয়ারিশ হিসেবে লীজ প্রাপ্ত হয়ে দখলকার হওয়ায় মুল মালিক নিখিলেশ সেন ও নির্মল চন্দ্র সেন গং দের নালিশী ১.০৪ একর সম্পত্তি হতে প্রার্থীকের পিতার $\frac{১}{৫}$ অংশে ২০.৮ শতক সম্পত্তি প্রার্থীক অবমুক্তি পাওয়ার হকদার বলে আমি বিবেচনা করি।

প্রার্থীকপক্ষ প্রসন্ন কুমার এর অপরাপর ওয়ারীশগনের প্রার্থীক নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পেতে তাদের আপত্তি নেই মর্মে দাবি করলেও এ ধরনের মৌখিক দাবির কোন আইনগত মূল্য নেই। তাছাড়া তারা কেউ ই তাদের অনাপত্তি বিষয়ে অত্র মামলায় সাক্ষ্য দিয়ে বলেননি। সুতরাং প্রার্থীক শুধুমাত্র ২০.৮ শতক ভুমি অবমুক্তি পাবার হকদার হইবেন। সরকারপক্ষ অবশিষ্ট (১০৪- ২০.৮) = ৮৩.২ শতক সম্পত্তি প্রসন্ন কুমার এর অপরাপর পুত্র গোপাল কৃষ্ণ, বিমল চন্দ্র, পরিমল চন্দ্র বিভুতি কুমার বা তাহাদের ওয়ারীশ গণ বরাবরে অবমুক্তি দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে তাহাদের অনুপস্থিতিতে প্রার্থীক বরাবর উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি প্রদান করা যেতে পারে।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল। আরজির তফসিল বর্নিত নালিশী ১.০৪ একর সম্পত্তির মধ্যে থেকে ২০.৮ শতক সম্পত্তি প্রার্থীক প্রদ্যুৎ সেন গুপ্ত এর বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।